দৈনিক সংবাদ

010

তারিখ 24 JUN 1986
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সংবাদ

ঢাকা : বুধবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৩

পাঠ্য বইয়ের ব্যবসা বনাম শিক্ষকদের ভূমিকা

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সরকার বিনামূল্যে বই সরবরাহ করেছেন। এর ফলে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে শুধু অবৈতনিক করেও গরীব ঘরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেয়াটা ব্যাপকভিত্তিতে সম্ভব হচ্ছিল না। কারণ অনেকেরই বইপত্র কেনার সামর্থ্য নেই।

তারপরও দেখা যায় যে, দারিদ্রজনিত কারণে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পৌছার আগে দু'-তৃতীয়াংশ পড়াশুনা ছেড়ে সংসারে অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে বাপ-মাকে সাহায্য করছে। কৃষিজীবী গ্রামীণ জীবনে এ ধরনের অবস্থা সচরাচর চোখে পড়ে।

অবস্থা যেখানে এরূপ সেখানে এই বিনামূল্যের বইয়ের ওপর পাঠ্যতালিকা-বহির্ভূত বই অনেক প্রাথমিক স্কুলে পাঠ্য করা হয়েছে।

আর এসব বইয়ের প্রকাশক প্রাথমিক শিক্ষকদের একটি সমিতি। তারা প্রথম শ্রেণীর জন্য ৫টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ৬টি এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য ৩টি করে বই প্রকাশ করেছে।

ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়লে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের পক্ষ থেকে ১৯৮৬ সালের বোর্ড প্রণীত বই ব্যতীত কোন বই পাঠ্য করা যাবে না বলে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ওপর পড়াশুনার অত্যধিক চাপ পড়ছে। এই অভিযোগ সম্পর্কে সজাগ থেকেই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড বই-এর সংখ্যা সীমিত রেখেছে।

সেখানে কথিত একটি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুলে তাদের বই পাঠ্য করে কোন্ যুক্তিবলে সেকথা তারা বলেনি।

প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের দায়িত্ব সরকার থেকে গ্রহণের পর এই ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে একশ্রেণীর শিক্ষক দেশের গরীবদের শিক্ষালাভের সামান্য সুযোগকেও বানচাল করার পথে পা দিয়েছেন।

এ খবর জানাজানি হওয়ার পর তারা লজ্জিত হওয়া দূরের কথা নিজেদের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন যে, তাদের প্রকাশিত বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করার বাধ্যবাধকতা নেই। ব্যাপারটা একান্তভাবে ঐচ্ছিক। তারা কী বলবেন পাঠ্য বিষয়গুলো কি ঐচ্ছিক? তাদের প্রকাশিত বইয়ের বিষয়বস্তু এবং বোর্ড প্রণীত পাঠ্য পুস্তকের বিষয়বস্তু একই প্রকৃতির, না তারা উৎসাহী ও জিজ্ঞাসু ছাত্রদের জন্য পাঠক্রমের বাইরে অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, তাদের এই "মহৎ উদ্দেশ্য" সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডকে জানাতে বাধা ছিল কোথায়। তাদের না জানিয়ে এ ধরনের মহৎ কাজে তারা হঠাৎ কি কারণে অনুপ্রাণিত হলেন।

শিক্ষকরা সমিতিতে সংঘবদ্ধ হন তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষা এবং নিজেদের সুবিধা-অসুবিধার কথা সরকারকে অবহিত করা এবং প্রতিকার প্রার্থনার ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন নীতি অনুযায়ী আন্দোলনের জন্য। কিন্তু সেই সমিতিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বই ছাপিয়ে পয়সা কামাইয়ের দুর্বুদ্ধির পক্ষে কি যুক্তি থাকতে পারে?

উক্ত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি নিজেদের প্রকাশিত বই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্য করার প্রসঙ্গে বলেছে যে, এটা বাধ্যতামূলক নয়। ইচ্ছা করলে তারা এটা পাঠ্য করতে পারেন, নাও পারেন।

এ ধরনের যুক্তির পিছনে ফাঁকিটা সহজে ধরা পড়ে। যেখানে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে, সেখানে বই কিনে ছাত্রছাত্রীদের পড়তে হবে এতে স্কুলের কর্তৃপক্ষ সহজেই সম্মত হবেন কেন। বিনামূল্যে বই বিতরণের পিছনের যুক্তিই শুধু এতে বরবাদ হয় না, বরং শিক্ষাদানকে যেখানে সরকারের দায়িত্ব বলে আপামর দেশবাসী দাবী করে আসছে, সেই দাবীর মূলেও কুঠারাঘাত করা হয়। আর তার পিছনে ব্যবসায়িক স্বার্থই কাজ করেছে এটাই ধরে নিতে হবে।

পাঠ্যবই বাধ্যতামূলক না হলেও পয়সা দিয়ে এটা কিনতে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক রাজি হবেন কেন? এক্ষেত্রে আরও একটি সন্দেহ উঁকি মারে মনে। অনেক স্কুলে বিনামূল্যে বই বিতরণ নিয়ে অভিযোগ শোনা গেছে। তার পিছনে শিক্ষক সমিতির প্রকাশিত বই চালানোর মনোভাব কি ইন্ধন না যুগিয়ে নিশ্চেষ্ট ছিল?

আর সবচেয়ে প্রধান কথা হলো, বাধ্যতামূলক নয়, এমন বই প্রকাশ করলে যে লোকসানের সম্ভাবনা ষোল আনা এটা যে কেউ বোঝেন। উক্ত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি স্বেচ্ছায় এই ঝুঁকি নিতে চেয়েছিল কোন্ উদ্দেশ্যে সে কথা তারা বলেনি। সুতরাং বাধ্যতামূলক ছিল না—এ ধরনের বক্তব্যের যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করাই স্বাভাবিক।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বলা হয়েছে, যদি কোন বিদ্যালয় অননুমোদিত বই পাঠ্য করে তা হলে আইন অনুযায়ী ওই প্রতিষ্ঠানের মঞ্জুরি বাতিল হতে পারে।

এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মঞ্জুরি বাতিল করলে ছাত্রছাত্রীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে বেশী। কর্তৃপক্ষ আইনের ধারাটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটা বিবেচনায় রেখে যদি আইনটি সংশোধন করে এ ধরনের কাজের জন্য দায়ী ব্যক্তিদেরও বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কোন ধারা সংযোজন করেন তাহলে সেটাই হবে উত্তম। অন্ততঃ আমরা তাই মনে করি। জাতীয় স্বার্থেই সমগ্র বিষয়টি তদন্ত করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি।

কারণ কথিত শিক্ষক সমিতি টেক্সট বুক বোর্ডের অনুমোদন না নিয়েই প্রকাশিত বইগুলো নাইপ্রেরীতে সরবরাহ করেছে। আর ইতিমধ্যে আইনের ধারা সম্পর্কে সজাগ থেকেও অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় বইগুলো পাঠ্য করেছিল কোনরূপ তদবির ছাড়াই। একথাও বিশ্বাস করতে হবে, শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তারা যদি তা ভেবে থাকেন, স্বীকার করতেই হবে তাদের নিজেদের বুদ্ধিমত্তার ওপর আস্থা খুবই প্রগাঢ় নয়!